যায়যায়দিন

তারিখ ... 2 0 JUL 2007 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

স্বাস্থ্য উপদেষ্টা মেজর জেনারেল ডা. মতিউর রহমান

স্কুল শিক্ষার্থীদের অসুস্থতা অজ্ঞাত রোগ নয়

যাযাদি রিপোর্ট

নরসিংদীর রায়পুরা সাজরের আতলিয়াসহ দেশের বিভিন্ন স্কুলে ছাত্রছাত্রীরা হঠাৎ একসঙ্গে যে ধরনের অসুস্থতায় পড়ছেন, এটা কোনো অজ্ঞাত রোগ নয়। এটি 'ম্যাস সাইকোজেনিক ইলনেস'। এটি এক ধরনের মানসিক সমস্যা। এ রোগে একটি নির্দিষ্ট গ্রুপের ছেলেমেয়ে বা লোকজনের মধ্যে একই ধরনের শারীরিক উপসর্গ দেখা দেয়। যা দ্রুত একজন থেকে আরেকজনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। সাধারণত স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রী কিংবা হস্টেলের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এ সমস্যা দেখা দেয়। স্বাস্থ্য উপদেষ্টা মেজর জেনারেল রিটায়ার্ড ডা. এ এস এম মতিউর রহমান আবারো জোর দিয়ে এ কথা বলেছেন। গতকাল পৃ২ ›› ক২

স্বাস্থ্য উপদেষ্টা মেজর জেনারেল মতিউর রহমান

স্কুল শিক্ষার্থীদের অসুস্থতা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

বৃহস্পতিবার মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে স্বাস্থ্য উপদেষ্টা এসব কথা বলেন।

প্রেস ব্রিফিংয়ে উপদেষ্টার সঙ্গে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মহাপরিচালক প্রফেসর মাহমুদুর রহমান, ঢাকা মেডিকাল কলেজ হসপিটালের মেডিসিন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ও কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর এম এ ফায়েজ, বারডেমের সাইক্রিয়াটিক বিভাগের প্রফেসর ড. আনোয়ারা বেগম, বিশিষ্ট স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ প্রফেসর দীন মোহাম্মদ, ঢাকা মেডিকাল কলেজ হসপিটালের মানসিক রোগ বিভাগের প্রফেসর আবদুল্লাহ আল আমিন প্রমুখ।

উপদেষ্টা বলেন, এ রোগের উপসর্গের মধ্যে আছে মাথাব্যথা, বমিবমি ভাব বা বমি, অজ্ঞান হওয়া বা ফিট হওয়া, চোখে ঝাপসা দেখা, খিচুনি, অস্থিরতা, জ্বালাপোড়া, বুকে ব্যথা, শরীরে ব্যথা ইত্যাদি। এ ধরনের সমস্যায় আক্রান্ত ব্যক্তিকে ওই পরিবেশ থেকে সরিয়ে ফেললে রোগের তীব্রতা কমে যায় বলে তিনি জানান।

উপদেষ্টা অভিভাবকদের আশ্বস্ত করে বলেন, রোগটি কষ্টদায়ক দেখালেও এটি কোনো গুরুতর শারীরিক রোগ নয়, বরং সাময়িক একটি অসুস্থতা। এ ক্ষেত্রে অভিভাবক বা সঙ্গে থাকা লোকদের বোঝাতে হবে, ভয় ও আশঙ্কার কারণে রোগটি দ্রুত বাড়তে থাকে। তাই অপ্রয়োজনীয় আশঙ্কা ও গুজবে বিশ্বাস থেকে তাদের সতর্ক থাকা উচিত।

পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে আতঙ্কময় অবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে এ রোগের বিস্তার রোধ করা যায় বলে উপদেষ্টা উল্লেখ করেন। একইসঙ্গে জরুরি ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট স্কুল বা প্রতিষ্ঠানটি সাময়িকভাবে বন্ধ করা যেতে পারে বলে তিনি জানান।

উপদেষ্টা মিডিয়াকর্মীদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, রোগটির উপসর্গ দেখে অন্যদের মধ্যে বিস্তার লাভ করে থাকে। তাই মিডিয়াতে রোগের উপসর্গগুলো তুলে ধরার চেয়ে রোগীদের সাহস বৃদ্ধি করার জন্য বেশি প্রচারণা চালু রাখতে হবে।